যুগান্তর

MAR. 03 2003

বইমেলা : সমাপ্তির বিষণ্ন রাগিণী

ক্লান্ত বাঁশির শেষ রাগিণীর বিষণ্নতা ছড়াইয়া সমাপ্ত হইল একুশের বইমেলা। শুক্রবার সকাল হইতেই মেলা প্রাঙ্গণে মানুষের যেই ঢল নামে, সন্ধ্যাগমে তাহা পরিণত হয় জনসমুদ্রে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলিয়া মেলায় গ্রন্থপ্রেমীর এই ভিড় ছিল প্রত্যাশিত। তবে সমাপ্তিলগ্নে এই জনসমাগম যেন প্রত্যাশাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ভিড়ের মধ্যে সম্মুখে আগাইবার প্রাণান্ত প্রয়াস, নূতন গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন, ক্রেতা-বিক্রেতাদের দরদস্তুর এবং তরুণ-তরুণীদের সরস আড্ডায় প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছিল বইমেলার শেষ দিনটি। চতুর্দিকে আলো-হাসি-গানেরও কমতি ছিল না। কিন্তু সবকিছু ছাপাইয়া কোন অন্তরীক্ষে যেন বাজিতেছিল হৃদয় মথিত করা এক বিদায়ের সুর। ১ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৪টায় ২৩ দিনব্যাপী এই বইমেলার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। মেলায় অংশ নেয় ২৬৮টি সরকারি ও বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মেলার পাশাপাশি অনুষ্ঠান মঞ্চে প্রত্যহ আয়োজিত হইয়াছে সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঈদুল আজহার ছুটি উপলক্ষে পাঁচদিন বন্ধ রাখা হইলেও বইমেলা পণ্ড হইবার আশংকা সত্য হয় নাই। নানা কারণে কিছু বিতর্ক দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত যে মেলা সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিতে হইবে। বাংলা একাডেমী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হইতে এইবার প্রায় ১২০০ বই প্রকাশিত হইয়াছে। মাত্র ২৩ দিনের বইমেলায় ৫ কোটি- মতান্তরে ১০ কোটি টাকার বই বিক্রয়কেও প্রত্যাশাতীত বলিতে হইবে। বাঙালির অফুরন্ত প্রাণশক্তিই এই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। দ্রব্যমূল্যের গুরুভার তাহার স্ফূর্তিবর্ধিত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিলেও মনের খোরাক সংগ্রহে বড় রকম বিঘ্ন ঘটাইতে পারে নাই। বইমেলায় যেই লক্ষণটি এইবার বিশেষভাবে আলোচিত, তাহা পাঠকরুচির ব্যাপক পরিবর্তন। জনপ্রিয় ধারার বাহিরে সিরিয়াস গ্রন্থের ক্রেতার সংখ্যাও এই বৎসর উল্লেখ করিবার মতো। আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ধারা প্রকৃতপক্ষে ইতিবাচক। বইমেলায় এইবার দেখা গিয়াছে কাব্যগ্রন্থের প্রাধান্য। বাংলা একাডেমীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এইবার ২১২টি কবিতার বই, ১০৬টি গল্পগ্রন্থ, ১৬৭টি উপন্যাস, ১২১টি প্রবন্ধ ও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, ১৮০টি ছোটদের বই, ৫৩টি জীবনী এবং অন্যান্য বিষয়ের মোট ২৭৪টি নতুন বই মেলায় আসিয়াছিল। লক্ষ্য করিবার বিষয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই এইবার তুলনামূলকভাবে অল্প আসিয়াছে। অন্যান্য বৎসরের মতো জনপ্রিয় টিভি-নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত গ্রন্থের চাহিদা চলতি বৎসরও ছিল সর্বাধিক। তবে গত দুই-তিন বৎসরের তুলনায় মননশীল বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাঠক মানসে নবতর প্রবণতা সৃষ্টির ইঙ্গিতই প্রদান করিতেছে। বইমেলায় একাধিক মোড়ক উন্মোচনের আনুষ্ঠানিকতাও ছিল নজিরবিহীন। অতীতে এত অধিক সংখ্যক নবপ্রকাশিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনের দৃশ্য একুশের বইমেলায় দেখা যায় নাই। মেলার ব্যবস্থাপনাজনিত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেকেরই দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তাহা ছিল সহনীয় মাত্রাতেই। যেই বিষয়টি বিশেষভাবে স্বস্তিদায়ক, তাহা হইল নানা রকম আশংকা ও দুর্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বইমেলায় কোনরূপ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। সকল পথ ও মতের মানুষ মেলায় আসিয়াছে বইয়ের টানেই। বাহিরে যতো মতপার্থক্যই থাকুক, মেলাঙ্গনে সকলেই ছিলেন গ্রন্থবাদী। নূতন বইয়ের মাদকতাময় গন্ধে ভরপুর বইমেলা শেষ হইয়াছে। উৎসব-অঙ্গন এখন নীরব, নিঝুম। একদিন পূর্বেও যেই প্রাঙ্গণ ছিল কলরবমুখর, আজ সেইদিকে যেন তাকানো যায় না। শূন্যতা যেন গ্রাস করিতে আসে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইবার কিছু নাই। আগামী বৎসর একই সময়ে আবার জমিয়া উঠিবে আমাদের প্রাণের মেলা, একুশের বইমেলা।